রাজ্জাক ভাই ও আওয়ামী লিগ

সময়টা, ৭৩-৭৪ সাল হবে। আমার এলিফেন্ট রোডের বন্ধুরা আগের দিন রাতের এক বিয়ের অনুষ্ঠানের গল্প করছিল। কয়েকজন বলল, বিয়ে বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর সাথে হ্যান্ডশেক করেছে! শুনলাম, জিগাতলার প্রয়াত নাহাদ (শিবলী)'র বোনের সাথে আওয়ামী লিগের এক নেতার বিয়ে হয়েছে, সেই নেতার নাম আবদুর রাজ্জাক। সেই সময়ে দলের বাইরে যুবনেতা রাজ্জাক ভাই'এর তেমন কোন পরিচিতি ছিল না, শেখ মনি বা তোফায়েল আহমেদের মত।

আমার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল এই রাজ্জাক ভাই'এর বিরোধিতার মধ্য দিয়েই। ৮০'র দশকে রাজ্জাক ভাই'এর বাকশাল গঠনের মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং ছাত্রলীগের প্রায় ৮০-৯০ ভাগ র্কমী রাজ্জাক ভাই'এর অনুসারী ফজলু-চুন্নু গ্রুপে যোগ দেয়। শুধুমাত্র ঢাকা শহর, ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর বুয়েটে শেখ হাসিনার অনুসারী জালাল-জাহাংগীর এর শক্তিশালী অবস্থান ছিল।

আমিও সেই সময়ে ছাত্রলীগ জালাল-জাহাংগীর এর সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলাম। প্রায় প্রতিদিনই রাজ্জাক ভাই'এর অনুসারী ফজলু-চুন্নু গ্রুপের সবুর (পরর্বতীতে আমাদের সাথে যোগ দেয় এবং ইউকসুতে জি,এস পদে নিব্বাচিত হন), মোজাম্মেল বাবু (সাংবাদিক ও র্বতমানে শেখ হাসিনার অন্ধ সর্মথক) দের সাথে আমাদের র্তকবির্তক হত বঙ্গবন্ধুর আর্দশ এবং কোন অংশ সঠিক পথে আছে, এই নিয়ে। তবে একটা ব্যাপার সবসময়ই লক্ষনীয় ছিল, আর তা হলো, রাজ্জাক ভাই'এর প্রতি তার অনুসারীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পরিমান!

পরর্বতীতে রাজ্জাক ভাই'ও আওয়ামি লীগে ফিরে আসেন এবং দলকে শক্তিশালী করেন। ৯৬ এ আওয়ামী লিগ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রী হিসাবে দক্ষতার পরিচয় দেন এবং ভারতের সাথে সাফল্যের সাথে পানি চুক্তি সম্পাদন করেন। বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের সময় দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কথিত ভূমিকা রাখার অপরাধে (!) রাজ্জাক ভাই' কে তোফায়েল আহমেদ, আমু এবং সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের সাথে নিস্ক্রীয় করে দেওয়া হয়। আর একই সাথে শুধুমাত্র অন্ধ এবং প্রশ্নাতীত আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে দলের তৃতীয় সারির অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য নেতাদের এবং এমনকি, দলের বাইরে থেকে ডেকে এনে মন্ত্রী পদ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

এই সব অনভিজ্ঞ অথবা অযোগ্য মন্ত্রিদের মধ্যে রয়েছেন; দীপু মনি, শিরীন শারমিন, সাহারা খাতুন, গওহর রিজভি প্রমুখ। আরো রয়েছেন ব্যর্থতা এবং অথবা দূর্নিতীর অভিযোগে অভিযুক্ত সৈয়দ আবুল হোসেন, কর্নেল ফারুক খান, শাহাজান খান ও আবুল মূহিত। অন্যদিকে আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ এর মত ত্যাগী, অভিজ্ঞ ও দক্ষ নেতাদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার ফলে দিনে দিনে র্বতমান আওয়ামী লিগ নেতৃত্ব, সাধারন মানুষতো বটেই, দলীয় নেতা র্কমীদের থেকে অনেক দূরে সরে গ্যাছে এবং এখন ও যাচ্ছে।

আগে যেমন আওয়ামী লিগের প্রতিটা নেতা র্কমী দলকে সব সময় 'ডিফেন্ড' করতো এখন হয়েছে তার ঠিক বিপরীত। কয়েকজন এম,পি'কে যখন ফোনে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা প্রফেসর ইউনুসের সাথে এমন ন্যাকারজনক আচরন করলেন কেন? আওয়ামী লিগ ক্ষমতায় আসলেই শেয়ার মার্কেটে ধ্বস নামে কেন? শাহজাহান, ফারুক, মূহিত আর আবুল'কে কেন এখনও বাদ দেওয়া হয় না? তাদের সবারই এক উত্তর, ভাই সভানেত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কিছু জানি না। কেউ আর দলের এই সব র্কমকান্ডের দ্বায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন না। এই সবই হচ্ছে দলের ত্যাগী নেতা র্কমীদের মধ্য প্রচন্ড হতাশার বহিঃপ্রকাশ।

আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ এর মত ত্যাগী, অভিজ্ঞ ও দক্ষ নেতাদের গুরুত্বর্পূন মন্ত্রনালয়ের দ্বায়িত্ব দিলে সরকার আরও অনেক দক্ষতার সাথে দেশ পরিচালনা করতে পারতো। আওয়ামী লিগ ক্ষমতায় আছে এবং এখন দলের সুসময়, সেই জন্য দলের ভিতরের এই দূব্বল অবস্থা বুঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সামনেই কঠিন দিন আসছে আর তখনই বুঝা যাবে কে কতটা 'জেনুইন" আর ত্যাগী, কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে বা হয়ত, এখনই অনেক দেরী হয়ে গ্যাছে।

রাজ্জাক ভাই এর মতো এত র্দীঘদিন ধরে দল ও দেশের জন্য, আওয়ামী লিগের আর অন্য কেউ ত্যাগ ও কষ্ট শিকার করেছেন বলে আমার জানা নেই। দেশের স্বার্থেই রাজ্জাক ভাই'কে গুরুত্বর্পূন দ্বায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল, যাতে তিনি সাধারন মানুষের কল্যানে আরো অনেক কিছু করতে পারতেন। আমাদের র্দূভাগ্য, তা না করে রাজ্জাক ভাই এর মতো একজন যোগ্য ও দক্ষ নেতাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। চরম অবহেলায়, প্রচন্ড অভিমান নিয়ে চলে গ্যাছেন এই মহান দেশপ্রেমিক আর ত্যাগী আওয়ামী লিগ নেতা। সারা দেশের সব বঙ্গবন্ধুর ভক্ত, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি আর সাধারন মানুষ যখন শোকে মূহ্যমান; তখন খবরে দেখলাম, রাজ্জাক ভাই'এর মরদেহ দেশে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিশেষ বিমান পাঠানো হয়েছে! কে জানে, হয়তো অনেক দেরীতে হলেও শেখ হাসিনার বোধোদয় হয়েছে!

এই প্রসঙ্গে একটা বিখ্যাত কাহিনী মনে পড়ে গেল। মহাকাব্য ‘শাহনামা’ রচয়িতা কবি ফেরদৌসী’কে প্রতিশ্রুত স্বর্নমুদ্রা’র বদলে রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া হলে, কবি ফেরদৌসী’ তা ঘৃনাভরে প্রত্যাক্ষান করেন। অনেকদিন পরে পারস্য সম্রাট তার ভূল বুঝতে পারেন এবং প্রতিশ্রুত স্বর্নমুদ্রা প্রেরন করেন। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গ্যাছে, যেই সময়ে প্রতিশ্রুত স্বর্নমুদ্রা নিয়ে সম্রাটের লোকজন কবির শহরে পৌছায়, ঠিক সেই সময়ে কবির মৃতদেহ শেষকৃত্যের জন্য শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ২৫ ডিসেম্বর ২০১১ victory1971@gmail.com